# তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

## অভিযোগ নং ঃ ০৯/২০১৬

**অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম**
পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
থানা-কাফরুল, ঢাকা।

**প্রতিপক্ষ ঃ ১। আয়েশা হক**
সহকারী কমিশনার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ঢাকা।

**২। জনাব তানবীর মোহাম্মদ আজিম**
ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, ঢাকা
ও
সহায়ক কর্মকর্তা

## সিদ্ধান্তপত্র।

### (তারিখ ঃ ১১-০২-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ১১-১০-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব টিনা পাল, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **স্মারক নং জে.প্র.ঢা./এল এ শা-০২/২০১১-৭৩৯ তাং-১২-১০-২০১১ ইং এর সাথে দখল হস্তান্তরনামার তফসিলে ভাটারা মৌজার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে) উল্লেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঢাকার অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ অলিয়ার রহমান এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউক ভবন ঢাকার উপ-পরিচালক (ভূমি) প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম বিগত ১৩-১০-২০১১ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত দখল প্রদানকারী ও দখল গ্রহণকারীর দখল হস্তান্তরনামা অনুযায়ী জানা যায়। অত:পর বাংলাদেশ গেজেট অক্টোবর ২০, ২০১১ এর ২০১১ সনের ৬ষ্ঠ খন্ডে পৃষ্ঠা ১৩১৩-তে ভাটারা মৌজার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে) উল্লেখে এবং পৃষ্ঠা ১৩১৬ এর সর্বশেষ জেলা প্রশাসক মোঃ মহিবুল হকের নাম লেখা আছে। এমতাবস্থায়, ভাটারা মৌজার ক্ষেত্রে দখল হস্তান্তর নামায় এবং তৎপরবর্তিতে বাংলাদেশ গেজেটে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ/অধিগৃহণকৃত জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ অর্থাৎ প্রস্তাবিত শব্দটি পরিস্কার উল্লেখ থাকায় অধিগ্রহণ করা হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়/দেখা যায়। তফসিল অনুযায়ী বিগত ১৩-১০-২০১১ ইং তারিখের উক্ত দখল হস্তান্তর নামা বা ২০ অক্টোবর, ২০১১ ইং তারিখের উল্লেখিত উক্ত গেজেটের পরবর্তিতে ভাটারা মৌজার উক্ত প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা কিংবা আইনতঃ অধিগ্রহণ করে গেজেটে প্রকাশের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-১২-২০১৫ তারিখে জনাব জিল্লার রহমান, বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩১-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১৮-০১-২০১৬ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১১-০২-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অ: পৃ: দ্র:)

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম হাজির। প্রতিপক্ষ আয়েশা হক, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এবং সহায়ক কর্মকর্তা হিসেবে ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি আরো জানান যে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ তাকে তার প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

০৫। প্রতিপক্ষ সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর ১৪ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গেজেট আকারে প্রকাশ হয়েছে। গেজেটে কোনরূপ সংশোধন করার অধিকার তার নেই। ভূমি হুকুম দখল শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য তিনি সরবরাহ করেছেন।

## পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু সরবরাহকৃত তথ্যে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট নন। অভিযোগকারীর বক্তব্য হচ্ছে, এল এ কেস নং ১৩/২০১০-১১ (যা ২০ অক্টোবর, ২০১১ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) মাধ্যমে ৫টি মৌজা যথাক্রমে বড় বেড়াইদ, ছোট বেড়াইদ, সাতারকুল, বড় কাঠালদিয়া ও ভাটারা মৌজার সর্বমোট ভূমির পরিমাণ ৪৫.২৮৫২ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণার তপসিলের ৩ নং কলামে ভাটারা ব্যতীত অন্যান্য ৪টি মৌজার ক্ষেত্রে “অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)” উল্লেখ করা হলেও ভাটারা মৌজার ক্ষেত্রে উক্ত তপসিলের ৩ নং কলামে “অধিগ্রহণকৃত জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)” উল্লেখ করে শেষে “মোঃ মহিবুল হক, জেলা প্রশাসক” উল্লেখিত হয়েছে। ফলে উক্ত ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত ভাটারা মৌজার বিভিন্ন খতিয়ানের মোট ১৪.৮৬৯৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, না কি, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত সহায়ক কর্মকর্তা হিসেবে ভূমি হুকুম অফিসার জনাব তানবীর মোহাম্মদ আজিম, ঢাকা কালেক্টরেট তার বক্তব্যে জানিয়েছেন যে, ভাটারা মৌজার ক্ষেত্রে “অধিগ্রহণকৃত” এবং “প্রস্তাবিত” উল্লেখ করে ভাষায় ভুল করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে প্রকাশিত গেজেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “--- সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হ’ল।” এই ঘোষণা থেকে স্পষ্ট যে, তপসিলযুক্ত সকল সম্পত্তিই অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি মূল এল, এ কেস নথি পর্যালোচনা করে উদ্ভূত বিভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন। সেজন্য গেজেটে যেরূপ তথ্য রয়েছে তাসহ ভাটারা মৌজার তপসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভূমি হুকুম শাখা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

## সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো। ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা এ বিষয়ে উদ্ভূত বিভ্রান্তি দূর করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করে সহায়তা করবেন।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

| | | |
|---|---|---|
| **স্বাক্ষরিত** | **স্বাক্ষরিত** | **স্বাক্ষরিত** |
| **(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)** | **(নেপাল চন্দ্র সরকার)** | **(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)** |
| তথ্য কমিশনার | তথ্য কমিশনার | প্রধান তথ্য কমিশনার |

[মিজান]